গাংনীতে রুপালী ব্যাংকের ৫৭৪ শাখা উদ্বোধন

মেহেরপুরের গাংনীতে ব্যাংকিং সেবায় যুক্ত হলো আরও একটি রাষ্টীয় ব্যাংক রুপালী ব্যাংক লিমিটেড এর কার্যক্রম । বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন পূরণে জন্মশতবার্ষিকীর বছরে জনসেবায় নিবেদিত একটি লাল সবুজ ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক লিমিটেড এর ৫৭৪ তম শাখা মেহেরপুর জেলার গাংনীতে উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকাল ১১ ঘটিকার সময় গাংনী বাজারের শফি টাওয়ােও দ্বিতীয় তলায় রূপালী ব্যাংক লিমিটেডের গাংনী শাখার উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়েছে। রূপালী ব্যাংক লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও ওবায়েদ উল্লাহ আল মাসুদ এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রূপালী ব্যাংক লিমিটেড পরিচালনা পর্ষদ চেয়ারম্যান মনজুর হোসেন এমপি।

এছাড়াও অনলাইন জুম মিটিং এ যুক্ত হয়েছিলেন ডিএমডি জাহাঙ্গীর আলম, খন্দকার আতাউর রহমান, অরুন পাল, জিএম গোলাম মর্তুজা, শচীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, ডিজিএম তাজউদ্দীন মাহমুদ, হাবিবুর রহমান, শাখা ব্যবস্থাপক আবুল কালাম আজাদ, পিও, আইসিটি অপারেশনস আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ, আবু জাহিদ।

অনলাইন জুম মিটিং শেষে উপস্থিত সকলের সামনে রূপালী ব্যাংকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়েছে বক্তব্য রাখেন, খুলনা বিভাগীয় কার্যালয় রূপালী ব্যাংক লিমিটেডের মহা ব্যবস্থাপক শচীন্দ্রনাথ সমাদ্দার। তিনি ফিতা কেটে আনুষ্ঠানিকভাবে গাংনীর শাখার উদ্বোধন করেন।

এ সময় গাংনী বাজার কমিটির সভাপতি মাহবুবুর রহমান স্বপন, সাধারণ সম্পাদক বজলুর রহমান বুলুসহ গাংনী বাজারের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শেষ অংশে বিশেষ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

উত্তম গ্রাহক সেবা ও আকর্ষনীয় বিভিন্ন সুবিধার অঙ্গীকার নিয়ে এবং সকল খণের ক্ষেত্রে ৯% সুদ হার এর নিশ্চয়তা দিয়ে একঝাঁক মেধাবী, চৌকশ ও ডেডিকেটেড অফিসার নিয়ে শাখা ম্যানেজার সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার আবুল কালাম আজাদ এর দক্ষ পরিচালনায় গাংনীর মানুষ কে সবোর্চচ সেবার প্রতিশ্রুতিতে শুভ উদ্বোধন করা হলো

রুপালী ব্যাংক গাংনী শাখার কার্যক্রম ।

স্বাস্থ্যের সচিব-ডিজির বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার রুল

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সেবা বিভাগের সচিব ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের (ডিজি) বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট।

সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তির জরুরি স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ ও সহায়তাকারী সুরক্ষা প্রদান নীতিমালা-২০১৮’ শিরোনামে করা নীতিমালা গেজেট আকারে প্রকাশ করতে দুই বছর আগের দেওয়া নির্দেশ কার্যকর না করায় এই রুল জারি করা হয়েছে।

বিচারপতি মামনুন রহমান ও বিচারপতি খিজির হায়াতের ভার্চুয়াল হাইকোর্ট বেঞ্চ আজ মঙ্গলবার (১৮ আগস্ট) এই রুল জারি করেন। সংশ্লিষ্টদের দুই সপ্তাহের মধ্যে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে। মানবাধিকার সংগঠন বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড ট্রাস্ট সার্ভিসেস (ব্লাস্ট)-এর করা এক আবেদনে এ আদেশ দেওয়া হয়েছে। আদালতে আবেদনকারীর পক্ষে আইনজীবী ছিলেন ব্যারিস্টার রাশনা ইমাম।

আদেশের পর ব্যারিস্টার রাশনা ইমাম সাংবাদিকদের বলেন, ২০১৮ সালের ৮ আগস্ট হাইকোর্ট এক রায়ে নীতিমালার গেজেট জারি করতে নির্দেশ দেন। কিন্তু রায়ের কিছুই বাস্তবায়ন করেননি সরকারের সংশ্লিষ্টরা। একারণে আদালত অবমাননার আবেদন করে ব্লাস্ট। ওই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত রুল জারি করেছেন।

২০১৬ সালের ২১ জানুয়ারি আরাফাত নামের এক ব্যক্তি বাসে উঠতে গিয়ে পা পিছলে নিচে পড়ে গুরুতর আহত হন। তাঁকে নিকটস্থ তিনটি হাসপাতালে নেওয়া হলেও তাঁকে চিকিৎসাসেবা দিতে অস্বীকৃতি জানানো হয়। পরে তাঁকে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে মারা যান তিনি। ওই ঘটনায় ব্লাস্ট ও সৈয়দ সাইফুদ্দিন কামাল নামের এক ব্যক্তি রিট আবেদন করেন।

হাইকোর্ট ২০১৬ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি এক আদেশে সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহতদের জরুরি চিকিৎসা সেবা দিতে দেশের সকল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও চিকিৎসককে নির্দেশ দেন। একইসঙ্গে সরকারকে নীতিমালা করার নির্দেশ দেওয়া হয়। আদালতের এই আদেশের পর সরকার নীতিমালার খসড়া তৈরি করে তা আদালতে দাখিল করে।

আদালত রায়ে সরকারের চূড়ান্ত খসড়ায় দুটি ধারা পরিমার্জন করে দেন। রায়ের কপি পাওয়ার দুই মাসের মধ্যে নীতিমালা গেজেট আকারে প্রকাশ করতে স্বাস্থ্যের সচিবকে নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত এই গেজেট জারি করা হয়নি।

সূত্র- কালের কন্ঠ

মুজিববর্ষে কোটি গাছের চারা রোপণে দেশে সবুজ বিপ্লব হবে : নৌ প্রতিমন্ত্রী

মুজিববর্ষে প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত এককোটি গাছের চারা রোপণ কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দেশে সবুজ বিপ্লব সাধিত হবে বলে মন্তব্য করেছেন নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর এ কর্মসূচি সবুজ বাংলাদেশ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

মুজিববর্ষ উপলক্ষে জাতীয় সংসদ আয়োজিত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে মঙ্গলবার দুপুরে সংসদ ভবন চত্বরে গাছের চারা রোপণ করে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি।

খালিদ বলেন, করোনা মহামারির কারণে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীর কর্মসূচিতে পরিবর্তন আনতে হয়েছে। তবে সারাদেশে প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত এককোটি গাছের চারা রোপণ কর্মসূচি চলমান আছে। প্রধানমন্ত্রী নিজে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেছেন। এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুজিববর্ষে সারাদেশে এককোটির বেশি গাছের চারা রোপন করা

হবে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিকে রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ দিয়েছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু। তারই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা প্রতিবছর বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করে থাকেন। বিশ্বে দ্বিতীয় কোন রাজনৈতিক দল এভাবে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করে না। তিনি বলেন, এজন্যই সারাবিশ্বে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা পরিবেশ-বান্ধব রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে স্বীকৃত।

প্রকৃতি ও মানুষ সবকিছু মিলিয়েই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন মন্তব্য করে খালিদ মাহমুদ বলেন, বঙ্গবন্ধু সেই ধরনের মানুষ যিনি প্রকৃতির সঙ্গে ছিলেন। আপনারা জানেন, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান- এ উদ্যান কিন্তু উদ্যান ছিলনা। এখানে ঘোড়ার দৌড় হত এবং সেটা নিয়ে বাজি খেলা হত। সেটাকে তিনি বাতিল করে দিয়ে, সেখানে তিনি উদ্যান করেছেন। গাছ লাগিয়েছিলেন। নারকেল গাছের চারা তিনি লাগিয়েছিলেন। আজকে সেটা উদ্যানে পরিণত হয়েছে। ঢাকাবাসীকে স্বাস্থ্যকর একটি উদ্যান তিনি উপহার দিয়েছেন।

খালিদ আরও বলেন, সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় জাতির পিতা গাছের চারা লাগিয়েছেন। সেটা আজকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে আমাদের রক্ষা করছে। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, সুন্দরবন যদি রক্ষা না হয়; বাংলাদেশ রক্ষা হবে না।

এ সময় সাবেক প্রতিমন্ত্রী নারায়ণ চন্দ্র চন্দ এমপি, হুইপ মাহবুব আরা বেগম গিনি, নাদিরা সুলতানা এমপিসহ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সূত্র- র্ইত্তেফাক

পারস্পরিক সম্পর্ক জোরদারের লক্ষ্যে ঢাকায় শ্রিংলা

বাংলাদেশের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক জোরদার করার লক্ষ্যে কয়েক

ঘণ্টার সফরে ঢাকায় এসেছেন ভারতের পররাষ্ট্র সচিব হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা। সকাল সাড়ে ১১টার দিকে ঢাকায় পৌঁছান তিনি।

সফরকালে শ্রিংলা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গ সৌজন্য সাক্ষাত করবেন। এর পাশাপাশি পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো শাহরিয়ার আলমের সঙ্গেও সৌজন্য সাক্ষাত করবেন শ্রিংলা।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য প্রিন্ট বলছে, করোনার প্রকোপ শুরু হওয়ার পর এটি শ্রিংলার প্রথম কোনো বিদেশ সফর। জানা গেছে, বাংলাদেশ-চীন সম্পর্কের বিষয়টি শ্রিংলার এ সফরে গুরুত্ব পাবে। পাশপাশি ভারত- বাংলাদেশের পারস্পরিক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদারের জন্য বৈঠক করবেন শ্রিংলা।

২০১৭ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত বাংলাদেশে ভারতের হাইকমিশনার ছিলেন হর্ষবর্ধন শ্রিংলা। এরপর ওয়াশিংটনে ভারতীয় হাইকমিশনার হন তিনি। ২০২০ সালে ভারতের পররাষ্ট্র সচিব হিসেবে নিয়োগ পান হর্ষবর্ধন শ্রিংলা ।

সূত্র- ইত্তেফাক

সিনহা হত্যা: এপিবিএনের ৩ সদস্য গ্রেফতার

কক্সবাজারের টেকনাফে মেজর (অব.) সিনহা মো. রাশেদ খান হত্যা মামলায় আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের (এপিবিএন) তিন সদস্যকে গ্রেফতার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)।

সোমবার রাত ১০টার দিকে তাদেরকে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন-১৫ (র্যাব) এর কক্সবাজার কার্যালয়ে নেয়া হয়। সেখানে জিজ্ঞাসাবাদের এ হত্যাকাণ্ডে তাদের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়। পরে তাদের মেজর (অব.) সিনহা মো. রাশেদ খান হত্যা মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়।

গ্রেফতার তিনজন হলেন- এপিবিএনের সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই)

শাহজাহান, কনস্টেবল রাজীব ও আব্দুল্লাহ। ৩১ জুলাই ঘটনার দিন এই তিনজনই এপিবিএনের চেকপোস্টে দায়িত্ব পালন করেছেন।

র্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক লে. কর্নেল আশিক বিল্লাহ গ্রেফতারের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

৩১ জুলাই ঈদুল আজহার আগের রাত সাড়ে ১০টার দিকে কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভের বাহারছড়া ইউনিয়নের শামলাপুর চেকপোস্টে পুলিশের গুলিতে নিহত হন অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খান।

ঘটনার পর পুলিশ বাদী হয়ে টেকনাফ থানায় দুটি মামলা করে। আর রামু থানায় একটি মামলা করা হয়।

পরে ৫ আগস্ট কক্সবাজার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হত্যা মামলা করেন সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খানের বড় বোন শারমিন শাহরিয়া ফেরদৌস।

এতে ৯ জনকে আসামি করা হয়। আসামিরা হলেন- টেকনাফ থানার বরখাস্ত হওয়া ওসি প্রদীপ কুমার দাশ, টেকনাফের বাহারছড়া শামলাপুর পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের

প্রত্যাহার হওয়া পরিদর্শক লিয়াকত আলী, এসআই নন্দদুলাল রক্ষিত, এএসআই লিটন মিয়া, পুলিশ কনস্টেবল সাফানুর রহমান, কামাল হোসেন, আবদুল্লাহ আল মামুন, মো. মোস্তফা ও এসআই টুটুল। এদের মধ্যে আসামি মোস্তফা ও টুটুল পলাতক।

এর মধ্যে রিমান্ড মঞ্জুর হওয়া পুলিশের চার সদস্য এবং এ ঘটনায় পুলিশের দায়ের করা মামলার তিন সাক্ষীকে গত শুক্রবার থেকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে র্যাব।

যাদের রিমান্ডে নেয়া হয়েছে তারা হলেন- এএসআই লিটন মিয়া, কনস্টেবল সাফানুর রহমান, কামাল হোসেন, আবদুল্লাহ আল মামুন, পুলিশের দায়ের করা মামলার সাক্ষী মো. নুরুল আমিন, মো. নেজামুদ্দিন ও মোহাম্মদ আয়াছ।

সূত্র- যুগান্তর

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]-[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [

অফিসের মূর্তিমান আতংক দলিল লেখক বুলবুল

আলমডাঙ্গার সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের মূর্তিমান আতংকের নাম দলিল লেখক বুলবুল। তিনি সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে অফিসে পরিচিত। তিনি অফিসের কোন সরকারি স্টাফ নন। শুধু সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরের খুব কাছের লোক তিনি।

দলিল লেখক হয়েও বুলবুলের ইঙ্গিতে কার দলিলে কত টাকা নেওয়া হবে, কার দলিল আগে রেজিস্ট্রি হবে এটা নির্ধারিত হয়ে থাকে। অল্প বয়সী এই বুলবুলের সামনে অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ দলিল লেখকদেরও কাচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। প্রচণ্ড ভয়ে সবাই তাকে বড় বাবু বলেও সন্মোধন করে থাকে।

সাব-রেজিস্ট্রি কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, আলমডাঙ্গায় মামুন বাবরের যোগদানের পর থেকে ছিন্নমূল থেকে উঠে আসা দলিল লেখক বুলবুল সাব-রেজিস্ট্রারের সুনজরে পড়ে যান। তিনি দলিল লেখা বাদ দিয়ে মামুন বাবরের সেরেস্তার পাশে তার জায়গা হয়। আর এতেই গত তিন বছরে বুলবুল লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক বনে যান। গ্রাম ছেড়ে চলে আসেন আলমডাঙ্গা শহরে। কিনে ফেলেন আনন্দধাম প্রধান সড়কের পাশ ঘেষে একটি বাড়ি।

অফিস সূত্র জানায়, সাব-রেজিস্ট্রি কার্যালয়ে দলিল প্রতি নানা অজুহাতে যে অবৈধ হাজার হাজার টাকা দিতে হয় তা মামুন বাবর নিজে হাতে নেন না। টাকা নেন বুলবুল। অনেকের মতে, বুলবুল দিনভর নিজের পকেটে ভরা সেই টাকার ঠিক হিসেবও দেন না। নিজের কাছেও একটি অংশ রেখে দেন। আবার সন্ধ্যার পর অফিস শেষে অবৈধ আয়ের আরও একটি অংশ পান তিনি।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন দলিল লেখক জানান, গত তিন বছরে বুলবুল কাড়ি কাড়ি টাকা পকেটে ভরেছে। কিন্ত সেই অবৈধ টাকা নিয়ে অফিসের কেউ আপত্তি না তুললেও বুলবুলের হুমকি-ধামকি নিয়ে আপত্তি উঠেছে। দলিল প্রতি অবৈধ টাকা দিতে কেউ একটু কমবেশী করলে তিনি তার দলিল রেজিস্ট্রি করা থেকে বাদ দিয়ে দেন।

এরপর দিনভর বুলবুলের পেছনে ঘুরে ঘুরে দাবি অনুযায়ী টাকা দিয়ে সন্ধ্যা বাদে দলিল রেজিস্ট্রি করাতে হয়। এর হেরফের হলেই দলিল

লেখকদের লাইসেন্স বাতিলের হুমকি দিয়ে থাকেন বুলবুল। বুলবুলের অত্যাচার আতংক ছড়িয়ে রেখেছে পুরো সাব-রেজিস্ট্রি অফিসজুড়ে।

সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরের স্বেচ্ছাচারিতা ও দলিল লেখক বুলবুলের সীমাহীন অত্যাচারের বর্নণা শুনে এর সমাধানে এগিয়ে আসেন উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী। উপজেলার এই সর্বোচ্চ দুই কর্মকর্তার উদ্যেগকেও আমলে নেননি সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবর।

সপ্তাহ পার হলেও তিনি সকালের অফিস দুপুরে আবার কখনও বিকেলে আসা বাদ দেননি। উপজেলা চেয়ারম্যান ও নির্বাহী অফিসার বেজায় নাখোশ হয়েছেন মামুন বাবরের ওপর। তারা আইনী পথেই হাটছেন বলে জানা গেছে।

এ ব্যাপারে উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন বলেন, “মামুন বাবরকে আলমডাঙ্গায় চাকুরী করতে হলে সকালের অফিস সকালেই করতে হবে। আর তা না হলে তাকে আলমডাঙ্গা ছাড়তে হবে।”

চুয়াডাঙ্গায় চাল আত্মসাতের মিথ্যা অভিযোগের প্রতিবাদে মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গায় জেহালা ইউপি চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে সরকারি বরাদ্দকৃত চাল আত্মসাতের মিথ্যা অভিযোগের প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে জেহালা ইউনিয়নবাসী।

সোমবার বিকেলে আলমডাঙ্গা উপজেলার জেহালা ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে বক্তারা বলেন, জেহালা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-মেম্বরদের বিরুদ্ধে সরকারি ভিজিডি’র চাল আত্মসাতের মিথ্যা অভিযোগ তুলেছে একটি মহল। আসলে তা সত্য নয়। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও ইউনিয়ন পরিষদের ইমেজ নষ্ট করতে এমন প্রপাগান্ডা ছড়ানো হচ্ছে। এছাড়া যে পরিমাণ চালের হিসাব দেখিয়ে ভিত্তিহীন

তথ্য ছড়ানো হচ্ছে সেটাও হাস্যকর।

কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন জেহালা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান আমিনুল হক রোকন। তিনি বলেন, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা থেকে আমার ইমেজ নষ্ট করতে আমার প্রতিপক্ষ একটি পক্ষ এমন মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছে।

সরকারি বরাদ্দকৃত চাল নির্দেশনা অনুযায়ী বণ্টন করা হয়েছে। প্রয়োজনে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের তদন্তের দাবীও জানান তিনি।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে আরও বক্তব্য রাখেন, ইউপি সদস্য শ্রী যোগেন্দ্র নাথ দেব, আলমগীর কবির ও আনারুল ইসলাম প্রমুখ।

গাংনী হাসপাতালে চিকিৎসকের বিরুদ্ধে দায়িত্ব অবহেলার অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসকের দায়িত্ব অবহেলার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার রাতে।

রোগীর পরিবারের লোকজন জানান, রবিবার রাত দুইটার দিকে উপজেলার বাওট গ্রামের মৃত ইসাহাক কারীর ছেলে সিরাজুল ইসলাকে মুমূর্ষ অবস্থায় একজন গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয় তার পরিবারের লোকজন। সেখানে কর্তব্যরত কাউকে দেখতে পায়নি তারা। প্রায় আধা ঘন্টা যাবৎ উচ্চস্বরে ডাকাডাকির পর কোন সাড়া না পেয়ে সাংবাদিককে ফোন দেই রোগীর পরিবার।

ওই রাতেই গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা রিয়াজুল আলমের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমাদের সেবা ২৪ ঘন্টা অব্যাহত রয়েছে ১০৯ নম্বর রুমে ডাক্তার রয়েছে। রুগীর পরিবারের লোকজন বাস্তবে দেখে ১০৯ নম্বর রুমে তালা ঝুলানো ভিতর লাইট এবং ফ্যান চলছে।

একটু পরেই ডাঃ রিয়াজুল আলম জানান ১০১ নাম্বার রুমে ডাক্তার দেবাশীষ রয়েছে এবং সেই সাথে বলেন আপনি একজন সরকারি কর্মকর্তাকে এত রাতে বিরক্ত করছেন আপনাকে আমলে নিলাম।

এরপর ডাক্তার নার্স রোগীর পরিবারের লোকজনের সাথে দেখা করে এবং প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে কুষ্টিয়া সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

কর্তব্যরত চিকিৎসক ডাঃ দেবাশীষ জানান, রোগীর লোকজন দরজায় নক না করে ফ্লোরে ছুটাছুটি করেছে। একবার চিৎকারের শব্দ শুনেছি এবং আমার কাছে মনে হয়েছে ওয়ার্ডের কোন রোগীর বা বাইরের কোন শব্দ।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার রিয়াজুল আলম তার কথা পরিবর্তন করে বলেন আপনাকে নয় তথ্যটি আমলে নেওয়ার কথা বলেছেন। তিনি আরো বলেন ডাক্তার, নার্স, ওয়ার্ড বয় সবাই হাসপাতালে ছিল খুঁজে না পাওয়ার কোন সুযোগ নাই।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আরএম সেলিম শাহনেওয়াজ জানান, বিষয়টি অবগত হলাম। উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।

দামুড়হুদায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে হয়ে নারীর মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার মুক্তারপুর গ্রামে ৩ সন্তানের জননী শুকজান খাতুন (৪০) বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।

শুকজান খাতুন হচ্ছেন- মোক্তারপুর গ্রামের মাঠাপাড়ার ফজলুর রহমানের স্ত্রী। তিনি ৩ সন্তানের জননী। স্থানীয় ও পারিবারিকসুত্রে জানাগেছে, গতকাল নিজ বাড়িতে পানির মোটরের বিদ্যুতের তার বাশের উপরে উঠাতে যায়।

এসময় বিদ্যুতে তারে অসাবধানতাবশত ছেঁড়া জায়গায় হাত পড়লে তিনি ঘটনাস্থলে মারা যান। পরে বাড়ির লোকজন বিষয়টি টের পেলে তাকে

দ্রুত উদ্ধার করে। গতকাল মাগরিবের নামাজের পর মুক্তারপুর কবরস্থানে বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মুসুল্লিদের উপস্থিতে মৃতব্যক্তির জানাযা শেষে দাফনকার্য সম্পন্ন করা হয়।

এবিষয়ে দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের সাবেক মেম্বর হাসান আলী সাংবাদিকদের জানান, বাড়িতে পানির মোটরের বিদ্যুতের তার বাশের উপরে উঠাতে গেলে ছেঁড়া জায়গায় অসাবধানবসত হাত পড়লে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান। তার এই মর্মান্তিক মৃত্যুতে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।